ওঁ শ্রীশ্রীহরি

"যুবক সঙ্গীত"

লেখক ঃ—শ্রীসতী শচন্দ্র মাহাত
গ্রাম—নডিহা, পোঃ—বামুনডিহা, থানা—বরাবাজার
জেলা—পুরুলিয়া।

ঃঃ প্রচারকগণ ঃঃ

শ্রীভোলানাথ মাহাত, শ্রীঅম্বুজ মাহাত, শ্রীসাগর মাহাত,
শ্রীসুচাঁদ মাহাত, শ্রীরতন মাহাত, শ্রীনেপাল মাহাত,
শ্রীঠাকুর, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীগোপাল, শ্রীযতি লাল,
শ্রীআহ্লাদ, সর্ব্ব সাং—নডিহা।

প্রেমচাঁদ মাহাত

মূল্য—২৫ পয়সা।

এই পুস্তকখানি সারাবলীর সারাংশ লইয়া রচিত হইয়াছে। এই পুস্তকে যদি কোন ভুলভ্রান্তি থাকে তাহা আপনারা নিজ গুনে সংশোধন করিয়া লইবেন এবং আমাকে ক্ষমা করিবেন।

৩০শা অগ্রহায়ণ
রবিবার,
সন ১৩৮১ সাল।

ইতি—নিবেদক
শ্রীসতীশ চন্দ্র মাহাত
সাং নড়িহা

॥ সরস্বতী বন্দনা ॥

রং--এস মাতা ও সরস্বতী, আমি পড়েছি দুঃখে অতি।

১। আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভক্তি স্তুতি।
দয়া করে কণ্ঠে এস, বিদ্যা দাও মা ভারতি ॥

২। এই মত সর্ব্বজনা, ডাকি মা দিবারাতি।
পুষ্প চন্দন ধূপের বাতি, জ্বেলেছিলাম আরতি ॥

৩। সতীশ ডাকে অনাহারে, করি মাগো প্রণতি।
তোমায় বিনা বুদ্ধিদাতা, কে আছে মা ভারতি ॥

[২নং গান কবির পরিচয়]

রং--জন্ম হইল গরীব ঘরেতে, আমি লিখি টুসুর সঙ্গীতে

১। গ্রাম আমার নড়িহাতে, পোষ্ট বামুনডিহাতে।
বরাবাজার থানা হইল, জেলা পুরুলিয়াতে ॥

২। শিশুকালে ৺পিতা আমার, গিয়াছে সর্গলোকে।
সময়েতে খেতে পাই না, তেল জুটে না মাথাতে ॥

৩। কি বলিব দুঃখের কথা, টাকাই চাউল মিলে না গ্রামেতে
পুরুলিয়াতে আটা কিনি, দিন কাটি কোনমতে ॥

৪। নামটি আমার সতীশচন্দ্র, ডাকে সবে জগতে।
বইগুলি ছাপালাম আমি, টুসু মায়ের দয়াতে ॥

[৩নং গান]

রং--রাধা নামে বাজিল বাঁশুরী, সখি বল উপায় কি করি।

১। বিনয় করে বাজে বাঁশী, ডাকে গো সহচরি।
চল ললিতা চল গো বৃন্দে, চল গো রাধা প্যারী ॥

২। সব সখি মিলে মোরা, কেড়ে নি ব বাঁশুরী।
অসময়ে বাজে বাঁশী, কাঁদায় অবলা নারী ॥

৩। দিবানিশি বাজে বাঁশী, ডাকে রাধা নাম ধরি।
বলসীর জল ফেলে দিয়ে, যায় যমুনাতে হরি ॥
৪ বসন চোর ননী চোরা, জানে কত চাতুরী।
সতীশ বলে যমুনাতে, যাস না গো সহচরী ॥

[৪নং গান]

রং—বাঁশী স্বরে মন করে চুরি, বাঁশী বাজাও না মুরারী।
১। রাধা নামে বাজায় বাঁশী, গৃহীতে রহিতে নারী।
কত ছলে যাই যমুনা, কক্ষে লয়ে গাগরী ॥
২। মাথার উপর ময়ূর পাখা, হাতে মোহন বাঁশুরী।
আড় নয়নে মুচকি হাঁসি, হেরিলে ঝুরে মরি ॥
৩। আমরা অবলা নারী, বল উপায় কি করি।
সতীশ বলে কুলে কালি, দিও না হে শ্রীহরি ॥

[৫নং গান]

রং—এখন না এল কালিয়া, বৃথা নিশি গেল বহিয়া ॥
১। চন্দাবলীর কুঞ্জে তুমি, রহিলে হে ভুলিয়া।
আসবে বলে প্রাণ বঁধু, আছি নিশি জাগিয়া ॥
২। ফুল মালা গেঁথে ছিলাম, তোমার আসার লাগিয়া।
কি করি উপায় বল, মালা গেল শুকিয়া ॥
৩। দেখ ললিতা দেখ গো বৃন্দে, দেখ পথ হেরিয়া।
মনে ত হারালাম আমি, শ্যাম নটবর কালিয়া ॥
৪। পুরুষ ভমরা জাতি, প্রেমে থাকে মাতিয়া।
সতীশ বলে থাক গো বৃন্দে, কালার আশা করিয়া ॥

[৬নং গান]

রং—ভুল না ভুল না বাঁশীতে, বাঁশী বাজে কুল নাশিতে
১। রাধা নামে বাঁশী শুনে, যেও না যমুনাতে।
মন মোহিনী সুরে বাজে, ভুল না ছলেতে ॥

২। যমুনাতে জল আনিতে, ভয় রাখিবে কুলেতে
ত্রিভঙ্গ মোহন রূপে, ভুলায় নারী ছলেতে ॥
৩। সতীশ বলে শুন প্যারী, যেও না যমুনাতে।
কালা জানে ছল চাতুরী, রমণীর মন ভুলাতে।

[৭নং গান]

রং—সন্ধ্যা বেলা যাস না গো জলে, আমি মানা করি তোমারে

১। বসন চোর ননী চোরা, চুড়াটি বামে হেলে।
তার বাঁশী শুনিলে প্যারী, যাই চলে কদম তলে ॥
২। শ্রীমতি বলেন সখি, ভুল না গো তার ছলে।
ঘাটেতে বসন রাখিলে, তুলে দেয় কদম ডালে ॥
৩। বারেবারে বারণ করি, শুন সখি সব মিলে।
সতীশ বলে নন্দলালা, অবতীর্ণ গো কুলে ॥

[৮নং গান]

রং—শুখে গেল বনফুলের মালা, কেন এল না চিকনকালা ॥

১। শুন ললিতা দেখ গো বৃন্দে কোন পথে গেল কালা।
বিনয় করে বলিবে তারে, আসবে গো সন্ধ্যা বেলা।
২। চুড়া ধড়া হাতে বাঁশী, চোখে দিল ঈশারা।
কি করে লো যায় যমুনা, ঘরের বাদী কুটীলা ॥
৩। সব সখি মিলে তোরা, আন গো নন্দলালা।
সতীশ বলে বংশীধারী, ধন্য হে তোমার লীলা ॥

[৯নং গান]

রং—মথুরাতে রাজত্ব করি, কুব্জার হয়েছ অধিকারী।

১। মথুরাতে গিয়ে তোরা, দেখ গো ঘরাঘরি।
দেখা পেলে বেঁধে লয়ে, আনিবে গো জোর করি ॥

২। বঁধু আমার জীবন রতন, তার বিনে ঝুরে মরি।
এমন করে ফাঁকি দিয়ে, রহিলে হে মুরারী ॥
৩। আমরা গো অবলা নারী, বল উপায় কি করি।
সতীশ বলে কুলে কালি, দিবে গো বংশীধারী ॥

[১০নং গান]

রং ভাব করেলে জন্মের মতন, হেলায় হারস না জীবন রতন
১। কত সাধের মানুষ জন্ম, হবে নাহে দরশন।
মরে গেলে দিবে ফেলে, খাবে শিয়াল শুগ্নিগণ ॥
২। পিতামাতা ভাই বন্ধু, কেহ না হবে আপন।
এ সংসারে নাইরে কিছু, ঘর ছেড়ে পলাই জীবন ॥
৩। গুনা দিন যাইরে বয়ে, কে খণ্ডে বিধির লিখন।
যখন যারে অডার দিবে, যাইতে হবে তখন ॥
৪। আসল কাজে দিয়ে ফাঁকি, দিয়েছে নকলে মন।
সতীশ বলে ভাগ্য ফলে, হয়েছে মানুষ জন্ম ॥

[১১নং গান]

রং পোষ পরবে মকরের দিনে, (যাবে) নদী বাঁধা শিনানে।
১। উমারর নদী বাঁধাতে, যাবে তুমি সেখানে।
কিনে দিব পানেব খিলি, খাবে বঁধু সাবধানে ॥
২। মেলায় সকল মা বহিন, যাবেন নদী শিনাতে।
মিষ্টি তোমায় কিনে দিব, ভেবেছি মনে মনে ॥
৩। টুসু লয়ে যাবে তুমি, যত সখিদের সনে।
দেখা পেলে ভালাভালি, হইবে দুজনে।
৪। সতীশ বলে শুন রসিক, গান গাহিবে সাবধানে।
হিসাব মতে বয়ের গান, গাহিবে হে সেখানে ॥

[১২নং গান]

রং কিনে দাও হে কানের কান পাশা, বঁধু চাও যদি ভালবাসা
১। কিনে দাও হে ড্রেকর শাড়ী, হাতে দাও সোনায় শাখা।
মাথায় সিথি পায়ে নুপুর, দাও কিনে ভালবাসা ॥

২। সারা বেলাউজ দিব বলে, দেখালে হে তামাসা।
এমন করে আর কত দিন, চলিবে ভালবাসা ॥
৩। আর বলেছিলে বঁধু, দেখাব হে কলিকাতা।
পুরুলিয়ার রাস মেলাই, মিটালে হে মনের আশা ॥
৪। রূপার জিনিস লিব না হে, দাও কিনে সোনার তাগা।
সতীশ বলে মুখের কথাই, চলেবে না ভালবাসা ॥

[১৩নং গান]

রং মদে কেন এত মন দিলি, ও তুই রাত বারটাই ঘর আলি

১। মদ খেয়ে আনন্দ হয়ে, চলে হে ঢলি ঢলি।
ঘরে বোএ বললে কথা, বলিশ তোর বাপের খালি ॥
২। জমি জায়গা বিকে দিয়ে, মদ খেয়ে ফকির লি।
রাত বারটাই মদ ভাটিতে, গড়াগড়ি তুই দিলি ॥
৩। এ বছরের চাষের ধানটা, বিকেছে তুই ফুরালি।
ধুতি জামা হাতে ঘড়ি, ঘরেলে বাহির হলি ॥
৪। সতীশ বলে মাতাল হয়ে, লক্ষীছাড়া তুই হলি।
বাঁচার থেকে মরা ভাল, সংসারটা তুই ডুবালি ॥

[১৪নং গান]

রং মানবি যদি আমার কথাটি, কিনে দিব রঙিন শাড়ীটি ॥

১। আগে দিব রঙিন শাড়ী, পরে দিব শায়াটী
সেলাই করে দিব আমি, শায়ার উপর টাকা জাকিটটি
২। বাজরে বেড়াতে যাব, রিজার্ফ নিব রিক্সাটি।
দুইজনে সিনিমা যাব, দেখব প্রেমের খেলাটি ॥
৩। সতীশ বলে প্রেম পাতাবে, রাখিবে তোর মন খাটি।
ঐ প্রেমেতে কোন দিনে, কর না ঝগড়াঝাটি ॥

[১৫নং গান]

রং ওহে বঁধু কি দিলে পানে, আমার ঘুম ধরে না নয়নে।

১। দুর্গাপূজাই দেখাদেখি, পুরুলিয়া ময়দানে।
হাতে দিলে পানে খিলি, খেয়েছি তোমার সনে ॥

২। চা সিঙ্গাড়া দিলে বঁধু, পুরুলিয়া ময়দানে।
কিছুতে প্রাণ যায় না ধরা, ভাবি হে নিরজনে ॥
৩। কত সাধের ভালবাসা, হয়েছিল দুজনে।
সতীশ বলে বিনা দোষে, ভুলিলে হে কেমনে ॥

[১৬নং গান]

রং পোষ পরবে শাড়ী দিলে না, বঁধু আর ত তোমায় চাইব না

১। কালি পূজায় দিবার কথা, সেত দিয়া হইল না।
আঘন আশাতে গেল, পোষ পরবে জুটীল না ॥
২। পঁচাশ টাকার শাড়ী বঁধু, দিব বলেছিলে একখানা।
সে কথা ত ভুলে গেলে, আর কি দেখা হবে না।
৩। হাট বাজারে দেখা হলে, রাত্রিত তোমায় কাড়ব না ॥
সুচাঁদ বলে ধান হইল না, আর ত আমি পারিব না।

[১৭নং গান]

রং তারে তুমি চাইলে না প্যারী, দেখ পুরুষ প্রধান হরি

১। কত না আদরে বঁধু, কহিছে বিনয় করি।
সপথ করি বলি আমি, তোমার চরণ ধরি ॥
২ এমন কহিছ তুমি, আনিয়ে মিলাও হরি।
এখন তারে কোথা পাব, কাঁদিয়া গেল ফিরী ॥
৩। ত্রিজগৎ হর্ত্তাকর্ত্তা, সৃষ্টি হয় অধিকারী ॥
কি বলিব তব প্রেম, হয়েছে আজ্ঞাকারি।
৪। নারিব গোরর কভু, থাকে না লো সুন্দরী ॥
অম্বুজ ভনে ঐ চরণে, সদাই প্রণতি করি ॥

[১৮নং গান]

রং নাগর এল যোগী বেশেতে, দেখ আয়ানের দ্বারেতে।

১। হরিহর নাম ডাকে, যোগীবর মুখেতে।
কুটীলা বলে মাতা, কে এল মা দ্বারেতে ॥
২ জটীলা কুটীলা ভিক্ষা এনে দিনা দ্বারেতে।
যোগী বলে ভিক্ষা আমি নিব না তোদের হাতে ॥

৩। যোগী বলে ভিক্ষা তোরা, দিবে যদি আমাকে।
পুত্র বধূ ডাকে দাও গো, ভিক্ষা লিব তার হাতে ॥
৪। দাসী হেতু হেন কাজ, না সাজে হে তোমাকে।
চল চল কুঞ্জে সব, না ছাড়িব তোমাকে ॥
৫। শ্যামের হাতে ধরি রাধা, লয়ে গেল কুঞ্জেতে।
প্রেমে মাতুয়ালা হয়ে, গাহিছে ভোলানাথে ॥

[১৯নং গান]

রং এনেছি হে যুবক সুরের গান, তোমরা ১৫ নঃ পঃ আন ॥
১। হাট বাজারে যথাই বল, লেখা আছে প্রেমের গান।
এই বইএর গান, গাহিলে তোদের, বাড়বে হে আর কত মান
২। এস এস বন্ধুগণ, ডাকি আমি অবিরাম।
এই বইতে লেখা আছে, কত রকম প্রেমের গান ॥
৩। এস এস রশিক জন, বই একটি লয়ে যান।
প্রেমচাঁদ ভনে এই বছরে, হইল না হে বাইদে ধান ॥

[২০নং গান]

রং মকর এল বছরের পরে, পিঠা করে হে ঘরে ঘরে ॥
১। পোষ পরবে নুতন কাপড়, দেখ ভাই সবাই পরে।
আমার বাদে ধান, হইল না, ভাবি মরি অন্তরে ॥
২। চাল বিকিল টাকা লিল, গেল সবে বাজারে।
নানা রঙের কাপড় লিল, পরিতে পোষ পরবে ॥
৩। দেখ আমরা দুইজন মাত্র, আছি হে নিজের ঘরে।
কোনমতে কাপড় নিতে, পারি না এই পরবে ॥
৪। পিঠার জন্য তারা দুইজন, ঘরেতে ঝগড়া করে।
লালু বলে মোর পিঠা, দিল না আপুষ পরে ॥

রং রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলনে, চল যাব হে বৃন্দাবনে ॥
১। বিনা সুতার মালা গাঁথি, পরেছে ভাই দুইজনে।
তারা দুই জন প্রেমের প্রেমিক, ভেবেছি মনে মনে ॥
২। ভকত সেজন, যাবেকজন, ও বাঁশি শুনিবে হে শ্রবণে।
সতীশ বলে আশা রহিল, ঐ প্রভুর চরণে ॥

(সমাপ্ত)

ঃ ছেপেছেন ঃ
প্রোঃ—শ্রীশিবশঙ্কর দত্ত
ইন্দিরা প্রেস, নড়িহা-পুরুলিয়া।